৭ কলেজের অধিভুক্তি বাতিলের দাবি ঢাবি শিক্ষার্থীদের

বিশ^বিদ্যালয় প্রতিবেদক ৩০ এপ্রিল ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৩০ এপ্রিল ২০১৯ ০৯:৫৪

২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সাত কলেজের অধিভুক্তি বাতিলের দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। গতকাল সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে এ দাবিতে সমাবেশ করেন তারা। পরে বিক্ষোভ মিছিল শেষে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের কাছে স্মারকলিপিও প্রদান করেন।

এদিকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাত্মতা জানিয়েছেন ডাকসুর ভিপি নুরুল হক নুর। দুপুরে এ দাবিতে শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি প্রদানের আগে তার কার্যালয়ের সামনে অবস্থানকালে তিনি বলেন, আপনারা বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেই বলেছেন যে, সাত কলেজের অধিভুক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি বোঝা, এটি থাকা উচিত নয়। আমিও তাই মনে করি। ডাকসুর নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। প্রয়োজনে আমরাও আপনাদের সঙ্গে রাজপথে নেমে এই দাবিতে আন্দোলন করব।

অন্যদিকে অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজের সংকট সমাধানে ছয়টি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। শিক্ষার্থীদের দাবি পর্যালোচনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের বিকেন্দ্রীকরণ, শিক্ষার্থীদের সেশনজট নিরসন ও সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ঢাবি প্রশাসনের সিদ্ধান্তগুলো হলো-শিক্ষার্থীদের যে কোনো সমস্যা সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করা হবে; নম্বর স্থগিত ও সর্বোচ্চ দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়া শিক্ষার্থীরা শর্তসাপেক্ষে পরবর্তী শ্রেণিতে (প্রিলিমিনারি/মাস্টার্স শেষপর্ব) ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবেন; পরীক্ষার ফল দ্রুত প্রকাশের সুবিধার্থে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকেই সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকরা উত্তরপত্র সংগ্রহ করে স্ব-স্ব কলেজে নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করবেন; একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়নের জন্য সাত কলেজের অধ্যক্ষদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে; মৌখিক পরীক্ষা দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করতে প্রতি কলেজে একটি করে ভাইভা বোর্ড গঠন করা হবে, একইভাবে ব্যবহারিক পরীক্ষাও বিকেন্দ্রীকরণ নীতিতে গ্রহণ করা হবে; আগামী এক বছরের মধ্যে পরীক্ষক ও বিভাগীয় প্রধানরা সব পরীক্ষার নম্বর অনলাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করবেন, পাশাপাশি উত্তরপত্র মূল্যায়নে কাগুজে পদ্ধতিও অনুসরণ করা হবে।